৯. ঝিঁঝিপোকার বাজনা

পড়ুয়ারা পাঠটি পড়ে নিজের ভাষায় বলতে পারবে। এই রচনাটি পড়ে তারা মূল বিষয়টি বুঝতে পারবে, সেটি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারবে, প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে এবং নিজের বক্তব্য বলতে পারবে।

এই পৃথিবীতে আমরা যেমন থাকি তেমনি থাকে পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, পোকামাকড়। এদের কথা সবসময় আমরা মনে রাখি না। অবশ্য যখন মশা কামড়ায়, কি আরসুলা ফর্‌ফর্‌ করে উড়ে এসে গায়ে পড়ে তখন বুঝতে পারি, হ্যাঁ, এরাও তো আছে বটে। ঝিঁঝিপোকা একটু দূরে দূরে, বনে-বাদাড়ে, ঝোপেঝাড়ে থাকে। তাই তাদের কথা আমরা ভুলে যাই। সেই জন্যেই বোধ হয় ঝিঁঝিপোকারা দল বেঁধে ডাকাডাকি করে আমাদের জানাতে চায় যে, 'আমরাও আছি'।

একবার পাড়াগাঁয়ে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে দিঘির ধারে সোপানের ওপর বসে গল্পগুজব করছিলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আমাদের মধ্যে একজন গান জানত। সকলের অনুরোধে সে গান ধরল। গান শুরু হবার পাঁচ-সাত মিনিট পরেই আশেপাশের গাছপালা থেকে একটা দুটো করে ঝিঁঝিপোকা উড়ে এসে আমাদের গায়ে বসতে লাগল। গান চলতে থাকে। দেখতে দেখতে আরও অনেক ঝিঁঝিপোকা উড়ে এসে আমাদের অস্থির করে তুলল। কিন্তু গান যেই থামল পোকার উৎপাতও বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় পনেরো বিশ মিনিট পরে পুনরায় গান শুরু হতেই দেখা গেল আবার একটা-দুটো করে ঝিঁঝিপোকা উড়ে এসে গায়ে পড়ছে। এই ঝিঁঝিপোকাগুলো ছিল সবুজ রঙের। এদের স্বভাব ভারি অদ্ভুত। খট্‌খট্‌ করে কোনো কর্কশ আওয়াজ একনাগাড়ে শুনলেই এরা সেখানে ছুটে আসে।

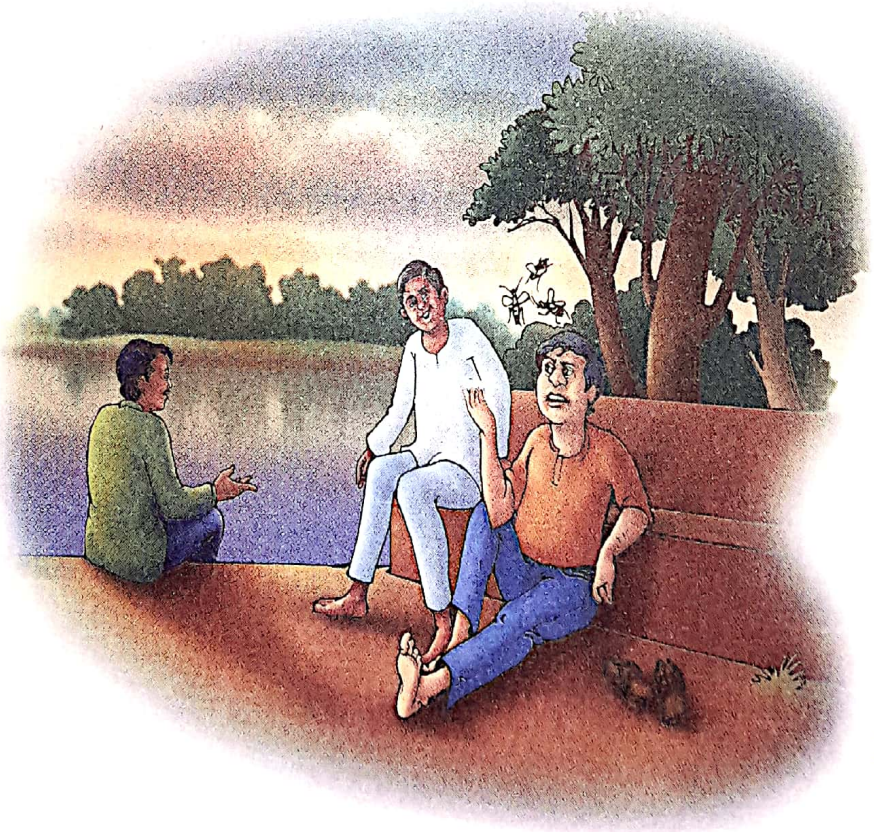

আমরা সাধারণত দু'রকমের ঝিঁঝিপোকা দেখতে পাই। একটা এই সবুজ রঙের পোকা। আর এক জাতের গায়ের রং ধূসর। ডানার ওপর ফোঁটা ফোঁটা কতকগুলো দাগ।

Scanned with CamScanner

শীত চলে যাবার পর সবুজ ঝিঁঝিপোকারা আসে। আবার বর্ষা শুরু হতে না হতেই অদৃশ্য হয়ে যায়। সবুজ ঝিঁঝিপোকারা দিনের বেলা আওয়াজ করতে ভালোবাসে। সারাদিন ধরেই কোনো না কোনো দলের বাজনা শুনতে পাওয়া যায়। চারিদিক নিস্তব্ধ—কোথাও কোনো শব্দ নেই, হঠাৎ কোনো পাতার আড়াল থেকে কিট্ কিট্ কিট্ কিরির-র্-র-র আওয়াজ। কী জোর সেই শব্দের। কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে যায়। একটু পরে অন্য পাতার আড়াল থেকেও ওইরকম আওয়াজ আসতে থাকে। দেখতে দেখতে নানা দিক থেকে সেই একই সুরে সুর মিলিয়ে ঐকতান শুরু হয়ে যায়। কোনো কোনো ঝিঁঝিপোকা হয়তো ঠিক মতো সুর মেলাতে পারল না। তাই আওয়াজটা একসঙ্গে হচ্ছে না বুঝতে পেরে তারা যেন তক্ষুনি চুপ করে যায়। খানিক বাদে আবার প্রথম থেকে সকলে মিলে বাজনা বাজাতে শুরু করে। তখন কেবল ঝিনঝিন্ আওয়াজ শোনা যায়। এই সুর যেমন কর্কশ তেমনি তীক্ষ্ণ। কানের পর্দায় যেন সূচের মতো বিঁধতে থাকে।

ছাই রঙা ঝিঁঝিপোকার বাজনা শুরু হয় বর্ষা আরম্ভ হলে। এদের বলে কাঠ-ঝিঁঝি। সবুজ রঙের পোকাগুলোর চেয়ে এরা আকারে ছোটো। কাঠ-ঝিঁঝি সাধারণত গাছের উঁচু ডালে থাকে বলে আমাদের নজরে পড়ে না। কেবল ঝিরঝির শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

ঝিঁঝিপোকার শরীরের দু'পাশে দুটো গভীর গর্ত আছে। সেই গর্তের ওপর ছোটো ছোটো ডানার মতো দুটো পর্দা। ওই পর্দাগুলোকে দ্রুতগতিতে কাঁপিয়ে তারা শব্দ তৈরি করে। ড্রামের মতো পর্দা সেই মৃদু আওয়াজকে বাড়িয়ে এইরকম চড়া সুরে পরিণত করে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

জেনে রাখ

যিনি লিখেছেন: গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য: জন্ম এখনকার বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার লোনসিং গ্রামে। ছোটোবেলা থেকে গাছপালা, পশুপাখি, পোকামাকড়ের প্রতি তাঁর অসীম কৌতূহল ও ভালোবাসা। তাঁর লেখা কয়েকটি বই: করে দেখ (৩ খণ্ড), বাংলার মাকড়সা, বাংলার কীটপতঙ্গ, পশুপাখি জীবজন্তু। যে লেখাটি পড়লে সেটি তাঁর **বাংলার কীটপতঙ্গ** বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

শব্দের অর্থ

সোপান—সিঁড়ি
অস্থির—বিরক্ত
পুনরায়—আবার
বিকট—বিশ্রী, ভয়ানক
অদৃশ্য—যা দেখা যায় না
সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে—সন্ধে হবার সময় হয়েছে
উৎপাত—অত্যাচার
কর্কশ—রুক্ষ
ধূসর—ছাই-রঙা
চড়া সুর—খুব উঁচু তারে বাঁধা সুর

Scanned with CamScanner